



145950 - খ্রিস্টমাসের সময় মুসলমানদের উৎসব করা ও বলুন দিয়ে ঘরবাড়ি সাজানোর বধিান

প্রশ্ন

যুক্তরাজ্যেরে যসেব মুসলমান খ্রিস্টমাস (বড়দিন) এর মটসুমে খ্রিস্টমাসেরে দিনি অথবা এরপরে নজিদেরে বাড়ীতে তাদরে মুসলমি পরবিারেরে জন্য নশৈভোজেরে আয়গোজন করে তাদরেকে আপনারা কি উপদশে দবিনে। যমেন- তুর্কি মেরগরে রোস্ট তরৈ কিরা, খ্রিস্টমাস কেন্দ্রকি অন্যান্য নশৈ খাবারেরে আয়গোজন করা। বলুন ও কাগুজে ফুল দিয়ে নজিদেরে বাড়ীঘর সজ্জতি করা। গোপন সান্তা প্রথা পালন করা। সটো এ রকম- প্রত্যকে আত্মীয় গোপনে উপস্থতি কারো জন্য বশিষে একটা উপহার নরিবাচন করবে। যার জন্য উপহারটা কনো হয়ছে তাকে দয়োর জন্য উপহারটা অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবে; কনিতু তাকে জানাবে না যে, সকে কে? (সান্তাকলজেরে ব্যাপারে আজগুবি বশি্বাস অপনোদন করতে গিয়ে গোপন সান্তা প্রথার্টা অমুসলমিদরে মধ্যযে যারা খ্রিস্টমাস পালন করে তাদরে মাঝে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।) এই কাজটি কি হালাল; নাকি হারাম? যদি এ ধরণেরে অনুষ্ঠানে মুসলমান ছাড়া (আত্মীয়স্বজন ছাড়া) অন্য কটে হাজরি না হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। যে উৎসবেরে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা হারাম তাতে কোন সন্দেহে নাই। যেহেতু এর মধ্যে কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এটা সবার জানা আছে যে, মুসলমানদেরে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা ছাড়া আর কোন উৎসব নাই। সপ্তাহেরে ঈদেরে দিনি হচ্ছে শুক্রবার। এর বাইরে অন্য কোন ঈদ-উৎসব নশিদিধ। এর বাইরে যে কোন উৎসব হয় বদিআতেরে মধ্যে পড়বে; যদি আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্তির আশায় সটো পালন করা হয়; যমেন-ঈদে মলিাদুননী। অথবা কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্যেরে পর্যায় পড়বে; যদি প্রথা হিসেবে সটো পালন করা হয়; আল্লাহর নকৈট্য লাভেরে আশায় নয়। কারণ এ ধরণেরে বদিআত উৎসব চালু করা আহলে কতিবদেরে কর্ম; যাদেরে বরিদ্ধাচরণ করার জন্য আমরা আদষ্টি হয়ছে। যদি এই উৎসব-ই তাদরে উৎসব হয় তখন হুকুম কমন হবো! এ মটসুমে বলুন দিয়ে ঘর সাজানো কাফরেদেরে উৎসব পালনে প্রকাশ্য অংশগ্রহণ করার নামান্তর। মুসলমানদেরে উচিত নয়- এ দবিসগুলো উদযাপন করা, এ উপলক্ষে ঘরবাড়ী সাজ-সজ্জা করা বা খাবার-দাবার প্রস্তুত করা। মুসলমানদেরে এগুলো করা মানে কাফরেদেরে উৎসবে অংশ গ্রহণ করা। কাফরেদেরে উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম- এ বিষয়ে কোন সন্দেহে নাই। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: মুসলমানদেরে জন্য হারাম কাফরেদেরে উৎসব উপলক্ষে সমবতে হওয়া, তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা, উপহার বনিমিয় করা, মষ্টি বিতিরণ করা, খাবার বিতিরণ করা অথবা কর্মস্থল থেকে ছুটিকাটানো ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।” শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর “ইকতাদিউস সরিাতলি মুসতাকমি মুখালফাতু আসহাবলি জাহমি” গ্রন্থে বলেন: তাদের উৎসবের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণের অনবির্ষ ফলাফল হলো- অসত্যের অনুসরণ সত্ববে তাদের অন্তরাত্মকে খুশি করা। এটাকে তারা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্বল ঈমানদারকে ভাগিয়ে নেয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে।”[সমাপ্ত] যে ব্যক্তি এগুলোতে অংশ নলি সটো সটোজন্যেরে খাতরিরে হোক, সম্পর্কেরে কারণে হোক, লজ্জায় পড়ে হোক অথবা অন্য যে কোন কারণে হোক না কনে সে গুনার কাজ করল। কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনরে ক্ষতেরে আপোষ; এতে কাফরেদেরে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তাদেরে ধর্মীয় গটোরব উজ্জীবতি হয়” [শাইখ উছাইমীনেরে ফতোয়াসমগ্র, ৩/৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার এ বিষয়ে বসিতারতি একটি জবাব আছে। সটো হচ্ছ- তাঁকে এমন মুসলমানদেরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরে নওরোজ উৎসবে খাবার তরৌ করে; ইপপিফানি, যীশুর জন্মদনি, পবতির বৃষ্ণপতবার (Maundy Thursday), পবতির শনবার (Holy Saturday) ইত্যাদি দিবস পালন করে; যারা খ্রিস্টানদেরে কাছে এমন জনিসিপত্র বকিরিরে য়েগুলোে তারা উৎসব পালনে ব্যবহার করে। মুসলমানদেরে জন্ম এসব করা কি জায়যে? নাকি নাজায়যে? তনি জবাবে বলেন: আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানদেরে জন্ম তাদেরে উৎসবেরে কোনকছুতে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। না, তাদেরে খাদ্যদ্রব্যেরে ক্ষতেরে, না পোশাকে, না গোসলে, না অগ্নি প্রজ্বলনে, না প্রাত্যহকি কাজকর্ম বা ইবাদত থেকে অবকাশ নেয়ার ক্ষতেরে, কোন ক্ষতেরেই নয়। তমেনি ভোজ-অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, তাদেরে উৎসবেরে সটোজন্যে বচোবকিরিরে করা, শিশুদেরকে তাদেরে উৎসবেরে খলোয় যতে দেওয়া, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ইত্যাদি কোনটি জায়যে নয়। মোদদাকথা, অর্থাৎ তাদেরে উৎসবেরে দনিকে কোন প্রকারে বিশেষত্ব দেয়া মুসলমানদেরে জন্ম জায়যে নয়। বরং মুসলমানদেরে নকিট সে দনিটিও অন্য দনিগুলোরে ন্যায়। মুসলমানগণ তাদেরে উৎসবেরে কোন বশেষিট্য ধারণ করবে না। আর প্রশ্নে যে বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে- এ বিষয়ে আলমেগণেরে মধ্যে কোন মতভদে নহে। বরং কোন কোন আলমেরে মতে, এগুলো যারা করে তারা কাফরে; যহেতে এগুলো করার মধ্যে কুফরি নিদির্শনেরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অপর একদল আলমে বলেন: “যে ব্যক্তি তাদেরে উৎসবেরে দনি কোন পশু জবাই করল সে যনে শূকর জবাই করল।” আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন: “যে ব্যক্তি বধির্মী দেশেরে অনুসরণ করে, তাদেরে নওরোজ বা মহেরেজান পালন করে, তাদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি এর উপর থাকে তার হাশর তাদেরে সাথে হবে”। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সাবতে আদ-দাহহাক থেকে বর্ণতি হয়েছে তনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায় এক ব্যক্তি ‘বুআনা’ নামক স্থানে (মক্কার নকিটবর্তী) একটি উট জবাই করার মানত করছিলি। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নকিটএসে বলল: আমি ‘বুআনা’ নামক স্থানে একটি উট জবাই করার মানত করছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেসে করলনে: সখোনে কি জাহলৌ যামানায় কোন মূর্তি ছিলি; যে মূর্তিরি পূজা করা হত? সে লোক বলল: না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেসে করলনে: সখোনে কি কোন জাহলৌ উৎসব পালন হত? সে বলল: না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তাহলে তোমার মানত পূর্ণ কর। পাপঘনষিট মানত পূর্ণ করতে হয় না; বনি আদমেরে সামর্থ্যে যা নহে সে মানত পূর্ণ করতে হয় না।”এখানে দেখা যাচ্ছ মানত পূর্ণ করা ফরজ হওয়া সত্ববে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত সবে লোককে মানত পূরণ করার অনুমতি দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে অবহতি করা হয়েছে যবে, সখোনে কাফরেদের কোন উৎসব পালতি হত না। তিনি আরও বলছেন: “পাপঘনষিট মানত পূরণ করতে হয় না”। যদি যবে স্থানে কাফরেদের উৎসব হত সবে স্থানে পশু জবাই করাটাই পাপ হয় তাহলে সরাসরি তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা কোন পর্যায়ে পাপ? বরং খলফি উমর (রাঃ), সাহাবায়ে করোম ও শীর্ষস্থানীয় আলমেগণ তাদের (কাফরেদের) উপর শর্তারোপ করছিলেন যবে, মুসলমান দশে তারা প্রকাশ্যে তাদের উৎসব পালন করতে পারবে না। তারা গোপনে তাদের ঘরবাড়ীতে সটো পালন করবে। অতএব, মুসলমানরো নিজরো প্রকাশ্যে এসব পালন করাটা কমেণ হতে পারে? এমনকি উমর (রাঃ) বলছিলেন: বধির্মীদের ভাষা শখিবে না। মুশরকদের উৎসবেরে দিনি তাদের উপাসনালয়ে প্রবশে করবে না। কারণ তখন তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট অবতীরণ হতে থাকে।” আর প্রবশেকারীর উদ্দেশ্য যদি হয় প্রদর্শনী বা এ জাতীয় কিছু সটোও নষিদিধ। কারণ তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট নাযলি হয়। অতএব, যবে ব্যক্তি এমন কিছু করে যা তাদের ধর্মেরে নদির্শন, যা করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট নাযলি হয় তার ব্যাপারটি কমেণ হতে পারে?

সলফে সালহেইন একাধিক আলমে আল্লাহর বাণী: “এবং যারা الزور এ উপস্থতি থাকে না।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭২] সম্পর্কে বলছেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছ- “বধির্মীদের উৎসব”। কিছু না-করে শুধু উপস্থতি থাকার ব্যাপারে এটি বলা হয়েছে, তাহলে বধির্মীদের নিজস্ব খাস কাজগুলো যদি করা হয় তাহলে এর বধিান কী হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুসনাদ ও সুনানসমূহে বর্ণতি আছে তিনি বলেন: “যবে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়েরে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সবে তাদের দলভুক্ত।” অন্য এক রেওয়াজতে আছে, “যবে ব্যক্তি বধির্মীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সবে আমাদের দলভুক্ত নয়।”। হাদিসটির সনদ জায়যদি (ভাল)। যদি সাধারণ অভ্যাসেরে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণেরে বধিান এটি হয় তাহলে তাদের বশিষে বশিষে বযিয়ে সাদৃশ্য গ্রহণেরে বধিান কমেণ হবে?... [সমাপ্ত] [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৪৮৭), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/৩২৯)।

আরও জানতে দেখুন প্রশ্ন নং- 13642। আল্লাহই ভাল জাননে।